21775 - আশুরার রোজা রাখার ফজলিত

প্রশ্ন

আমি শুনেছি আশুরার রোজা নাকি বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়- এটা কি সঠিক? সব গুনাহ কি মোচন করে; কবিরা গুনাহও? এ দিনের এত বড় মর্যাদার কারণ কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আশুরার রোজা বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান প্রত্যাশা করছি আরাফার রোজা বিগত বছর ও আগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে। আরও প্রত্যাশা করছি আশুরার রোজা বিগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।"[সহিহ মুসলিম (১১৬২)] এটি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একদিনের রোজার মাধ্যমে বিগত বছরের সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে।নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোজার মহান মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এ রোজার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "ফজিলতপূর্ণ দিন হিসেবে আশুরার রোজা ও এ মাসের রোজা অর্থাৎ রমজানের রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোজার ব্যাপারে তদ্রূপ দেখিনি।"[সহিহ বুখারি (১৮৬৭)] হাদিসে يتحرى শব্দের অর্থ- সওয়াব প্রাপ্তি ও আগ্রহের কারণে তিনি এ রোজার প্রতীক্ষায় থাকতেন।

দুই:

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে বুখারির বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তখন তিনি বললেন: কেন তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের চেয়ে আমিমুসার অধিক নিকটবর্তী। ফলে তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।"

হাদসিরে উদ্ধৃতি: “এটি উত্তম দনি” মুসলমিরে রওেয়ায়তেে এসছে- “এটি মহান দনি। এদনিে আল্লাহ মুসাকে ও তাঁর কওমকে মুক্ত করছেনে এবং ফরোউন ও তার কওমকে ডুবয়িে মরেছেনে।” হাদসিরে উদ্ধৃতি: “তাই মুসা আলাইহসি সালাম এদনিে রোজা রাখতনে” সহহি মুসলমিে আরকেটু বশেি আছে যে “...আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ; তাই আমরা এ দনিে রোজা রাখি”। বুখাররি অন্য রওেয়ায়তেে এসছে- “এ দনিরে মহান মর্যাদার কারণে আমরা রোজা রাখি”। হাদসিরে উদ্ধৃতি: “অন্যদরেকওে রোজা রাখার নর্িদশে দলিনে” বুখাররি অন্য রওেয়ায়তেে এসছে- “তনিি তাঁর সাহাবীদরেকে বললনে: তোমেরা তাদরে চয়েে মুসার অধকি নকিটবর্তী। সুতরাং তোমেরা রোজা রাখ”। তনি:

আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগরিা গুনাহ মার্জনা হবে। কবরিা গুনাহ বশিষে তওবা ছাড়া মোচন হয় না।ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: আশুরার রোজা সকল সগরিা গুনাহ মোচন করে। হাদসিরে বাণীর মর্ম রূপ হচ্ছে- কবরিা গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহমোচন করে দয়ে।এরপর তনিি আরও বলনে: আরাফার রোজা দুই বছররে গুনাহ মোচন করে। আর আশুরার রোজা এক বছররে গুনাহ মোচন করে। মুক্তাদরি আমীন বলা যদি ফরেশেতাদরে আমীন বলার সাথে মলিে যায় তাহলে পূর্ববরে সকল গুনাহ মাফ করে দয়ো হয়... উল্লখেতি আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। যদি বান্দার সগরিা গুনাহ থাকে তাহলে সগরিা গুনাহ মোচন করে। যদি সগরিা বা কবরিা কোন গুনাহ না থাকে তাহলে তার আমলনামায় নকেি লখো হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। ... যদি কবরিা গুনাহ থাকে, সগরিা গুনাহ না থাকে তাহলে কবরিা গুনাহকে কছিুটা হালকা করার আশা করতে পারি।[আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খণ্ড-৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে: পবত্রিতা অর্জন, নামায আদায়, রমজানরে রোজা রাখা, আরাফার দনি রোজা রাখা, আশুরার দনি রোজা রাখা ইত্যাদরি মাধ্যমে শুধু সগরিা গুনাহ মোচন হয়।[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]